শ্রীসনৎকুমার পৃথুমহাশয়ের নিকটেও উপদেশ দান প্রসঙ্গে ইহাই বলিয়াছেন যে—

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গ-নক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥ ৪।২২।৪০॥

হে মহারাজ। যদি বলেন যে—যতি ব্যক্তিসকল ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ইতি"। তথাপি তাঁহারা সুখে সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। কারণ যে সকল যতি ভবসমুদ্র-উত্তরণের একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় না করেন, তাঁহাদের অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। যেহেতু এই ভবসমুদ্রে কামক্রোধাদি ছয়টি নক্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া ইহা অতিশয় ভীষণ। শ্রীভগবানে ভক্তিহীন দুর্ব্বল যতিসকল যোগাদি সাধন দ্বারা অতি দুঃখের সহিত এবম্ভূত সমুদ্র কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব, হে মহারাজ! "ভজনের বিষয় যে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল—তাহাকে প্লবরূপে আশ্রয় করিয়া তুমি এই দুস্তর ভবসমুদ্ররূপদুঃখ সুখে উত্তীর্ণ হইয়া যাও।" এই শ্লোকেও দেখান হইল যে—ভক্তিব্যতীত অন্য সকল সাধনই কেবল দুঃখময়। শ্রীগীতা শাস্ত্রের দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমেই পাঁচটি শ্লোকে এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হইয়াছে। যথা—শ্রীঅর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন—"হে ভগবন্! পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আপনি ভক্তিনিষ্ঠ ও জ্ঞাননিষ্ঠ উভয়বিধ ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমার এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, আপনাতেই নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যাঁহারা আপনাতে একান্ত নিষ্ঠাবান হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিপূর্ণ আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন—এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আপনার সম্মত? ১২।১। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"হে কৌন্তেয়! সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বররূপ আমাতেই সম্যক্ রূপে মনটিকে আবিষ্ট রাখিয়া আমারই নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন্নিষ্ঠ হওতঃ যাহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আমার সম্মত। ১৩।২॥ ভক্ত ও জ্ঞানীভেদে দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে যাহারা ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আমাকে (শ্রীভগবানকে) উপাসনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠতম। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকের এইপ্রকার